ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

প্রাচীন থেকে আধুনিক

সম্পাদক : কৃত্তিবাস দত্ত

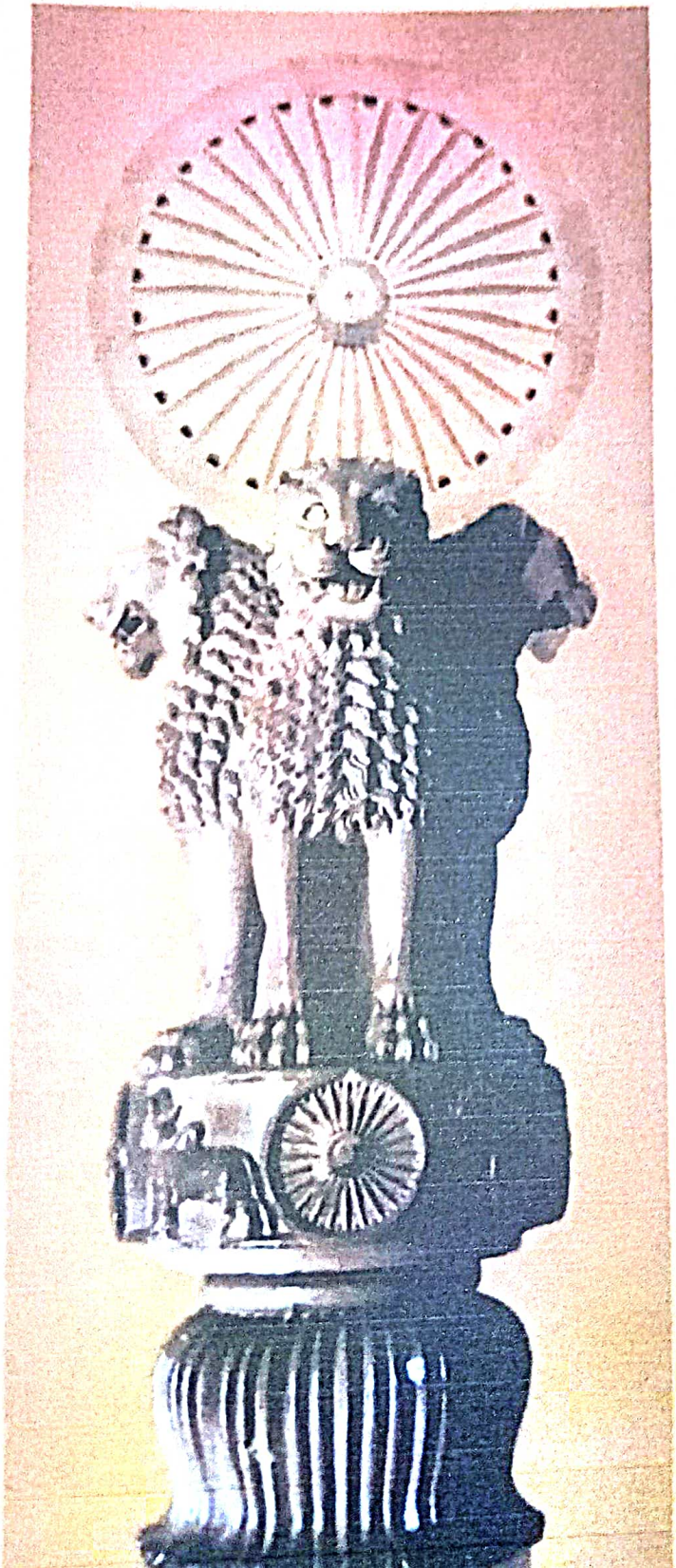

সূচিপত্র

১. প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও তার ইতিকথা ১৯
—ড. *কল্যান কুমার সরকার*

২. মনুর সামাজিক বিধিসমূহ ৩২
—*লক্ষন ভট্ট*

৩. মহাভারতের শান্তিপর্ব: রাজতন্ত্র এবং রাজধর্মনীতি ৪৪
—*কেশব বর্মন*

৪. কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব ৫৬
—ড. *রুদ্র প্রসাদ রায়*

৫. বৌদ্ধ ধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তা ৬৯
—*মৌসুমী গুহ*

৬. প্রাক রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে প্রথম রাষ্ট্র সংগঠন ৭৯
—*অক্ষয় দত্ত*

৭. মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৮৬
—*মহ: আলফারুক সেখ*

৮. জিয়াউদ্দিন বারানীর রাষ্ট্রচিন্তা ১০৫
—*কৃত্তিবাস দত্ত*

৯. মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় শেখ আবুল ফজেরল অবদান ১২২
—*ইব্রাহিম শেখ*

১০. কবীর: সমন্বয়বাদ ও রাষ্ট্র চিন্তা ১৩৫
—*সামিউল মণ্ডল*

১১. রামমোহন রায় ও আধুনিকতা ১৪৬

—ড. সুশান্ত সরকার

১২. স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ, শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদ: একটি পর্যালোচনা ১৬৪

—সদরউদ্দিন শেখ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ১৭৭

—সঞ্চিতা রানা

১৪. শ্রী অরবিন্দ ও জাতীয়তাবাদ ১৮৭

—শম্পা সেনগুপ্ত

১৫. লোকমান্য তিলক: 'স্বরাজ ও জাতীয়তাবাদ' ১৯৮

—প্রদীপ কর্মকার

১৬. বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা এবং জাতীয়তাবাদ: একটি অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা ২০৮

—ড. কল্যাণ কুমার সরকার ও বিশ্বজিৎ পাল

১৭. মানবেন্দ্রনাথ রায়: বি-ঔপনিবেশিকরণ ও নবমানবতাবাদ ২২১

—সঞ্জিত কুমার বিশ্বাস

১৮. রামমনোহর লোহিয়া সমাজবাদ ও রাষ্ট্রভাবনা ২৩৬

—আনিটুল হক

১৯. সৈয়দ আহমেদ খান এর সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদ ২৪৭

—নিশিকা রায়

২০. মহম্মদ ইকবাল: সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদী ধারণা ২৫৮

—তরুণ রানা

২১. মহাত্মা গান্ধী: 'রাষ্ট্র', 'সত্যাগ্রহ' ও 'স্বরাজ' ২৬৭

—রফিকুল ইসলাম

সৈয়দ আহমেদ খান এর সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদ

লিপিকা গুহ

সৈয়দ আহমেদ খান ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একজন মুসলিম সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় মুসলিমদের আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ আহমেদ খান দিল্লীর এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী উর্দু ও ইসলামীয় শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ইংরেজ সরকার ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী হন। মুসলিমদের তিনি ইংরেজদের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ ত্যাগের পরামর্শ দেন এবং তিনি বলেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যেই মুসলিম স্বার্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত। অন্যদিকে তিনি ইংরেজদের বোঝাতে সচেষ্ট হন যে, মুসলিমরা কখনই ইংরেজ বিরোধী নয়, মুসলিম ধর্মগ্রন্থে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষনার কথা নেই। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারও তাঁদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে।

মুসলমানদের উন্নতি সৈয়দ আহমেদ খানের প্রধান লক্ষ্য হলেও জীবনের একটি পর্বে সৈয়দ আহমেদ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলতেন। তিনি বলতেন হিন্দু-মুসলিম একজাতি - একই জননীর দুই সন্তান, ভারতমাতার দুই চক্ষু। বাঙালীদের সম্পর্কেও তার সীমাহীন শ্রদ্ধা ছিল। বাঙালীদের তিনি 'ভারত মাতার মাথার মুকুট' বলে মনে করতেন, এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ড ও ভারতে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দাবী জানান এবং ভারতে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন।

"১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান হল একটি জাতির দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র। ভারত হল একটি জাতি এবং তার সামূহিক বিকাশ নির্ভর করে এই দুই জাতির মধ্যেকার সুসম্পর্ক থেকে। সুতরাং এই দুই ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখা উভয় সম্প্রদায়ের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাঁর কথায় - in all matters of everyday life the Hindus and Muslims really belong to one nation and the progress of the country is possible only if we have a union of hear is mutual sympathy and love. তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যেসাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। তার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এমনকি নেহেরু পর্যন্ত তার ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দুই ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন - Repeatedly the emphasised that religious differences should have no political or national significance. আহমেদ খান যতদিন এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখতে পেরেছিলেন ততদিন তিনি হিন্দুদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এইযে, উনিশ শতকের আটের দশকের প্রায় শেষ সময়ে তিনি তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেন এবং সর্বতোভাবে আহমেদ খান মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন।"(৩) পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি প্রচার করতে শুরু করেন যে, হিন্দু ও মুসলিম কেবল দুটি পৃথক জাতিই নয় পরস্পর বিরোধী স্বার্থযুক্ত এবং যুদ্ধরত দুটি পৃথক জাতি। "আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট' নামক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাঙালীদের সম্পর্কে অবিরাম বিষোদগার করতে থাকেন। তার মতে কংগ্রেস হল বাঙালী বাবুদের স্বার্থে পরিচালিত একটি হিন্দু সংগঠন এবং কংগ্রেস আন্দোলন হল 'অস্ত্রবিহীন গৃহযুদ্ধ'। একসময় তিনি সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ও স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার ঘোরতর বিরোধিতা করেবলেন যে, স্বায়ত্ত শাসন ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ সরকারি পদে নিয়োগের অর্থ হল হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বলা বাহুল্য, সৈয়দ আহমেদের এই আদর্শেই আলিগড় আন্দোলন পরিচালিত হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। মহাবিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকেন ও সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এই আনুগত্যের জন্য ইংরেজন সরকার তাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষনা